দৈনিক সংবাদ

MAR. 3 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

নির্বাচিত প্রকল্প বাস্তবায়নের আহ্বান ❑ পরবর্তী সম্মেলন কায়রোতে

ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে ঢাকা ঘোষণা গৃহীত

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় এক নৌ-বিহারে বর্তমান চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী নেতবৃন্দ। —পিআইডি ছবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ ডি-৮ সদস্য দেশগুলোর নির্বাচিত অগ্রাধিকার প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদসহ ৩৩ দফার ঢাকা ঘোষণা গ্রহণের মধ্য দিয়ে গতকাল শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় ৮টি উন্নয়নশীল মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক জোট ডি-৮-এর ২ দিনের শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে।

জোটের পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন ২ বছর পর ২০০১ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোয় অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশ্বের ৩ মহাদেশের ৮টি জনবহুল মুসলিম দেশের নবীন এ অর্থনৈতিক জোটের দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণায় ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, রূপরেখা ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

নতুন চেয়ারপারসন স্বাগতিক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল সন্ধ্যায় হোটেল শেরাটনে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে সর্বসম্মতভাবে ঢাকা ঘোষণা অনুমোদিত হয়। এ সময় ৮ সদস্য দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং প্রতিনিধিদলের নেতা ও অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ২ দিনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মূল্যায়ন করেছি।

৩৩ অনুচ্ছেদের দীর্ঘ ঢাকা ঘোষণায় ডি-৮ নেতৃবৃন্দ উষ্ণ আতিথেয়তা ও চমৎকার ব্যবস্থাপনার মধ্যে সফলভাবে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন। এছাড়া ১৯৯৭ সালে যাত্রা শুরুর পর গত দেড় বছর জোটটির নেতৃত্বদানের জন্য তুরস্কের রাষ্ট্রপতি সুলেমান ডেমিরেল ও সে দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ঢাকা ঘোষণায় নেতৃবৃন্দ বাণিজ্যকে সহযোগিতার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত স্বীকার করে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য যত দ্রুত সম্ভব বাণিজ্য ও অর্থমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ ঘোষণা ঃ পৃঃ ১২ কঃ ২

ঘোষণা ঃ গৃহীত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন।

শীর্ষ সম্মেলনের সময় একই সঙ্গে সদস্য দেশগুলোর উদ্যোক্তাদের নিয়ে বিজনেস ফোরাম অনুষ্ঠানের ফলে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত অংশীদারিত্ব গড়ে উঠবে বলেও ঘোষণায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা ঘোষণায় বলা হয়েছে, নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে ডি-৮ কমিশনকে পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলনের আগে বিজনেস ফোরাম অনুষ্ঠান ও ফেডারেশন অফ ডি-৮ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ সদস্য দেশগুলোকে ইতোমধ্যে নির্বাচিত অগ্রাধিকার প্রকল্পের যতটা দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন।

ঢাকা ঘোষণায় বিশ্বায়িত অর্থনীতি ও মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ ব্যাপারে উন্নত বিশ্ব ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে সুনির্দিষ্ট কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণেরও আহ্বান জানানো হয়েছে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণায় নেতৃবৃন্দ এ অভিমত ব্যক্ত করেন, জনগণের সার্বিক কল্যাণে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল ম্যাক্রো অর্থনৈতিক নীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে সরকারের কার্যকর ভূমিকা থাকা উচিত। ঢাকা ঘোষণায় নেতৃবৃন্দ সদস্য দেশগুলোর নিজস্ব উন্নয়ন উদ্যোগের পরিপূরক হিসেবে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ, বৈদেশিক বিনিয়োগের বর্ধিত প্রবাহ, অধিকতর বৈদেশিক সহায়তা ও বৈদেশিক ঋণের বোঝা লাঘবের উপর গুরুত্বারোপ করেন।